

Sanatan Dharma

কৃপা

শুধু কোন বই বা পুস্তক পড়তে আত্মবদ্ধি বা ব্রহ্মবদ্ধি সম্বন্ধে কঞ্চিত মাত্র জ্ঞান হয় না কারণ এটি সম্পূর্ণ গুরুমুখী বদ্ধি !

শাস্ত্রে চার ধরণের কৃপা শক্তির কথা উল্লিখে করা আছে। যথা - ১. আত্ম কৃপা ২. শাস্ত্র কৃপা ৩. গুরু কৃপা ৪. ঈশ্বরীয় কৃপা।

১. আত্ম কৃপা :- যে ব্যাক্তি নজিরে মুক্তির জন্য বা নজিরে আত্মজ্ঞানের জন্য বা ঈশ্বর লাভের জন্য প্রবলভাবে আকুল - ব্যাকুল হয় এবং আত্মজ্ঞান বা মুক্তির পরমাত্মা লাভের জন্য রাস্তা পাবার মহা আকুলতা তরী হয় তাকে আত্মকৃপা বলে। অর্থাৎ নজিরে ভালোর জন্য বা নজিরে কল্যাণের জন্য বা নজিরে মুক্তির জন্য যে নজিকে জাগরুক হয় বা নজিকে কৃপা করতে তাকে বলা হয় আত্মকৃপা। তাই একটি বশিষ্ট কথা যে নজিরে কল্যাণ বা নজিরে ভালো বা নজিরে মুক্তি জন্য নজিকে কৃপা না করতে অর্থাৎ যে নজিরে ভালো নজিকে না চায় তাঁর ভালো কোনো ঈশ্বরীয় শক্তি বা কোনো গুরুশক্তি তাঁর কল্যাণ করতে পারতে না। তাই আত্মউন্নতির পথে আত্মকৃপা অতি প্রয়োজন।

২. শাস্ত্র কৃপা :- যখন কোনো ব্যাক্তি আত্ম কৃপা করতে তখন সহে ব্যাক্তি ঈশ্বর লাভ বা আত্মজ্ঞানের জন্য আকুল হয়ে উপায় বা পথ খুঁজতে আরম্ভ করতে তখন প্রথম পথ দখেয় শাস্ত্র। শাস্ত্র শক্ষিতা দয়ে যে গুরু ছাড়া মার্গ দখেবার কটে থাকতে না, তাই গুরু করুন অতি আবশ্যিক। কন্তি গুরু কভিবে চনিবিতে ? - সদ গুরুর লক্ষণ কি ? কভিবে গুরু লাভ করবিতে ? কভিবে গুরুর সবো করবিতে ? কভিবে আচরণ করবিতে ? ধর্ম কাকতে বলতে ? জ্ঞান কাকতে বলতে ? আত্মজ্ঞান কাকতে বলতে ? পরমাত্ম জ্ঞান কাকতে বলতে ? ব্রহ্ম জ্ঞান কাকতে বলতে ? মৌক্ষলাভ কাকতে বলতে ? কাল কাকতে বলতে ? বদ্ধি কাকতে বলতে ? প্রমান প্রত্যময়ে - প্রতমিয়ে কাকতে বলতে ? ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি - স্থিতি - লয় কারক কি ? নতিযত্ব সনাতন কাকতে বলতে ? গুন কাকতে বলতে ? দুঃখ কাকতে বলতে ? যাবতীয় সমস্ত শক্ষিতা, পরোক্ষ জ্ঞান শাস্ত্র প্রদান করতে তাই সমস্ত জ্ঞানের, পরোক্ষ জ্ঞানের আকর হলো শাস্ত্র। তাই শাস্ত্রজ্ঞান ব্যাততি গুরুলাভ এবং গুরু আচরণ করতে পারতে না। তাই শাস্ত্র জ্ঞানকাহী শাস্ত্র কৃপা বলতে, তাই শাস্ত্র কৃপা ব্যাততি এর পরবর্তী ধাপ গুরু কৃপা লাভ করতে পারতে না।

৩. গুরু কৃপা :- পূর্বে শাস্ত্র অনুসারে চলতে গুরু লাভ হবার পর কায়-মন বাক্যে গুরু সবো বা গুরু উপদেশে বা গুরু আদেশে পালন করতে ক্রমান্বয়ে গুরুর সন্তুষ্টি উৎপন্ন করতে হয় এবং নজিরে আধাৱৰে এবং ভাবৰে শুদ্ধি করতে হয়। দীর্ঘ দিন এইভাবে করতে করতে যখন শৰ্ষিয়ের আধাৱ পৰম শুদ্ধিহীয় ও গুরু শৰ্ষিয়ের আচরণে সন্তুষ্টি হন তখন গুরু কৃপা করতে শৰ্ষিয়কতে পৰম বদ্ধি পৰদান কৰনে এবং গুরু শৰ্ষিয়কতে স্বদা দৃষ্টি রাখবি এই প্রতিশ্ৰুতি দনে। এইরকম গুরু কৃপা লাভ কৰিয়া শৰ্ষিয় পৰমাত্মজ্ঞানে পৰাকাষ্ঠা লাভ করতে সমৰ্থ হয় এবং পৰম ঈশ্বর লাভের সন্নিবিশে প্রাপ্ত হন। ইহাই পৰম গুরু কৃপা।

৪. ঈশ্বরীয় কৃপা : - গুরুর কৃপায় সম্মুখ শৰ্ষিয় যখন আত্মজ্ঞান ও সৎ পৰমাত্মজ্ঞান লাভ করতে এবং সৎ সৎ পৰমশ্বেবকতে দৰ্শন লাভ হয়। জীবাত্মা -

পরমাত্মায় যুক্ত করার জন্য তখন সবে পরমশ্বেবর এর চরণে যুক্ত হবার জন্য
পরমভক্তি সহকারতে আকুল - ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করতে থাকতে। তখন পরমাত্মা
কৃপা করতে জীবাত্মাকে যুক্ত করতে নয়িতে পরম ব্ৰহ্ম স্থিতিপ্রদান কৰনৈ। ইহাকই
ঈশ্বরীয় কৃপা বলতে।

উপসংহার : - যকেন্দো মনুষ্য ক্ৰমান্বয়তে আত্ম কৃপা - শাস্ত্ৰ কৃপা - গুৱু কৃপা -
ঈশ্বরীয় কৃপা এই চতুৰ কৃপা লাভ কৰতে পৰমজ্ঞান এবং পৰমমুক্তি লাভ কৰতে।

গুৱুৰ কৃপা, গুৱুৰ আশীৰ্বাদ ও গুৱুৰ শুভদৃষ্টিলাভই গুৱুদৰ্শন। গুৱুৰ নিৰ্দেশে মত চলা,
গুৱুৰ আদশে উপদেশে প্ৰতিপালন ও তাঁহার নিৰ্ণীত নিৰ্দ্ধাৰণতি পথতে চলাৰ দ্বাৰাই গুৱুকৃপা
লাভ হইয়া থাকতে।

গুৱুৰ আদশেকই শৰ্ষিয় একমাত্ৰ মন্ত্ৰ বলয়া জানয়া মানয়া চলবিবো। শৰ্ষিয় গুৱুকে সতত
যৱেুপ চক্ৰতে দেখেয়া থাকতে, তাঁহার আদশেকও সৱ্ৰব্বদা সহেৱেুপ চক্ৰতে দেখেয়া বুৰয়া মানয়া
চলবিবো।

গুৱুৰ আদশেই শৰ্ষিয়ৰে একমাত্ৰ সহায় ও সম্বল।

শৰ্ষিয়ৰে যাবতীয় বত্তিৰম-বত্তিৰান্তি-বস্মতিৰি ঘোৱাৰ ভাঙ্গয়া, মায়ামৌহ-বাসনাৰ জালকতে
ছন্নিভন্ন কৰয়া, যাবতীয় দুঃখ-দন্ত্য-দুৱ্ৰবলতাকতে দূৰ কৰয়া এই আদশেই শৰ্ষিয়কে সব
সময় জাগ্ৰত, জীবন্ত ও সজাগ রাখিবিবে; সুতৰাং এই আদশেকতে সতত স্মৰণ মননতে নদিধ্যাসনতে
ৱাখাই শৰ্ষিয়ৰে একমাত্ৰ সাধনা।

মনকতে সৱ্ৰব্বদা গুৱুমুখী কৰয়া রাখাই শৰ্ষিয়ৰে একমাত্ৰ তপস্যা ও আৱাধনা। সব রকম কাজৰে
ভতিৰ দয়া চলাফৱোৱাৰ সঙ্গতে সঙ্গতে বহিৱে মুখী মনকতে গুৱুমুখী কৰয়া রাখতিতে পারলিতে বাহিৱৰে
কোন রকম বাজতে আবহাওয়া শৰ্ষিয়কতে কোন ভাবতে কোন রকমতে ধৰতিতে ছুইততে স্পৰ্শ কৰতিতে
পারিবিবে না।

এই বধিন সব সময় মানয়া চললিতে শৰ্ষিয় আৱ কথনত কোনোৱে বিপিদগ্ৰস্ত হইবতে না।
চন্দ্ৰ-সূৰ্য্য-গ্ৰহ-নক্ষত্ৰ প্ৰভৃতি দিক্পালকতে সাক্ষী রাখয়া, অগ্নি ও গুৱুকতে স্পৰ্শ
কৰয়া আঘি যতে সূমহান্ ব্ৰত ও নয়িম গ্ৰহণ কৰয়াছি, আমাৰ ধৰ্মনীতিতে এক বন্দু রক্ত
থাকতিতেও সহে ব্ৰত ও নয়িম লঙ্ঘন কৰিব না। গুৱুৰ আদশে প্ৰতিপালনই শৰ্ষিয়ৰে
জন্মজন্মান্তৰীণ যাবতীয় বাসনাৰ নাশ হইয়া থাকতে।